Sanatan Dharma

বৈষ্ণোদেবী

মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির

মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহা মন্দির ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রিয়াসি জেলার কাটরা থেকে ১২ কিমি দূরে ত্রিকুট পাহাড়ে ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত। বৈষ্ণোদেবী মন্দির হল দেবী দুর্গাকে উৎসর্গ করা বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। সারা বিশ্ব থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করে যেখানে মাতা বৈষ্ণোদেবী তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। স্থানীয় ও ভক্তদের বিশ্বাস, এখনো পর্যন্ত এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে এক শক্তিশালী পজিটিভ এনার্জি। প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি ভক্ত বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যান দেবীর পূজা দেওয়ার জন্য। মানুষের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি সবসময় সমাদৃতা। তাই, ভক্তরা তাকে 'মুহ মাঙ্গি মুরাদিন পুরি করনে ওয়ালি মাতা' বলেও সম্বোধন করে যার অর্থ যে মা তার সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস দেবী স্বয়ং ভক্তদের এখানে পৌঁছানোর জন্য ডাকেন। তাই, স্থানীয়রা প্রায়শই "মা আপ বুলান্দি" বলেন, যার অর্থ মা ডাকে।

মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহায় দেবী সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট শিলা আকারে আছেন যার তিনটি মাথা বা পিন্ডি রয়েছে। দেবী মাতার প্রতীক তিনটি পিন্ডি মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী নামে তিনটি দেবীকে উৎসর্গীকৃত। ডানদিকের পিন্ডিটি দেবী মহাকালীকে উৎসর্গীকৃত, যা কালো রঙের। কালো রঙ মহাকালীর নামের সাথে যুক্ত এবং তাকে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যময় এবং অজানা শক্তির একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তিনি তার ভক্তদের অন্ধকারের বাহিনীকে জয় করতে সক্ষম করেন। মাঝখানে অবস্থিত দ্বিতীয় পিন্ডিটি দেবী মহালক্ষ্মীর পবিত্র পিন্ডি। এটি পীতাম্বর বা সোনালি হলুদ বর্ণের, যা দেবী লক্ষ্মীর রঙ। তিনি রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ শক্তি এবং অনুপ্রেরণার পাশাপাশি প্রচেষ্টার গুণে রজো গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাকে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং বস্তুগত লাভের একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তৃতীয় এবং শেষ পিন্ডি, যা বাম দিকে অবস্থিত, মাতা মহা সরস্বতী হিসাবে পূজিত হয়। তিনি সত্ত্ব গুণের প্রতিনিধিত্বকারী সৃষ্টির সর্বোচ্চ শক্তি বলে মনে করা হয়। মহা সরস্বতীর এই পিন্ডি সাদা রঙের। তাকে সৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিল্প এবং ধার্মিকতার মৌলিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মাতা বৈষ্ণোদেবী তীর্থক্ষেত্রে ভক্তরা চুনরি (একটি লাল রঙের চাদর), শাড়ি, শুকনো ফল, রৌপ্য বা সোনার অলঙ্কার, ছোলা, ফুল ইত্যাদি মাতাকে ঐতিহ্যবাহী নৈবেদ্য দেয়। বৈষ্ণোদেবী পূজার কারণেই নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালন করা হয় দেশজুড়ে।

হিন্দু ধর্ম মতে আদি শক্তি দেবী মা র অবতার বৈষ্ণোদেবী। অসুরদের অত্যাচারের অবসান ঘটাতে বৈষ্ণোদেবী আবির্ভূত হন। বৈষ্ণোদেবী ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা বৈষ্ণোদেবী পরম বৈষ্ণবী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দেবীগণ তাকে পৃথিবীতে বসবাস করতে এবং চেতনার উচ্চ স্তর অর্জনের জন্য তার সময় ব্যয় করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে তার আগমন রত্নাকরের কন্যা হিসেবে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, বৈষ্ণোদেবী ভারতের অর্ধা কুনওয়ারি, কাটরা শহর এবং গুহার মধ্যবর্তী একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রত্নাকর সাগর এবং তাঁর স্ত্রী বিয়ের পর নিঃসন্তান ছিলেন। দীর্ঘদিন সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। অবশেষে তাঁদের কোলে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এই কন্যাসন্তানের জন্মের পরেই তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে সন্তানের ভবিষ্যতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না তাঁরা। বৈষ্ণোদেবীর ছোটবেলা নাম ত্রিকূট ছিল। পরে ভগবান বিষ্ণু বংশে জন্ম নেওয়ায় তাঁর নাম বৈষ্ণো হয়। তিনি ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর প্রবল ভক্ত। মাত্র নয় বছর বয়সে ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য সে পিতার অনুমতি নিয়ে সমুদ্র ধারে তপস্যা করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী আধ্যাত্মিকপ্রবণ ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করে

বছর কাটয়িছেলিনে। অবশষেে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বষ্ণিু অবতার শ্রীরাম রূপে আশীর্বাদও করনে বষ্ণোদেবীকে।

এই ঘটনাটি ঘটছেলি রামায়ণরে সময়, যখন লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ শ্রীরামরে পত্নী সীতাকে অপহরণ করে নয়িে গয়িছেলিনে। সীতার খোঁজে আত্মহারা শ্রীরাম। শ্রীরাম যখন সীতার সন্ধানে সমুদ্রে ধারে এসে সে সময় দখেে এক মহলিা তপস্যা করছে। বষ্ণোদেবী শ্রীরামকে বয়িে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করনে। কন্তিু যহেতেু শ্রীরাম তনিি ইতমিধ্যইে সীতার সঙ্গে ববিাহতি ছলিনে, তাই শ্রীরাম বনিয়রে সঙ্গে জানান এই অবতারে তনিি কবেল সীতার জন্য নষ্ঠিাবানরে জন্য কথা দয়িছেনে। শ্রীরাম তাঁকে কলযিুগ পর্যন্ত অপক্ষো করতে বলে তাঁকে কথা দনে কলযিুগে কল্কি অবতারে তাঁকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবনে। শ্রীরাম তাঁকে ত্রকিুটা পাহাড়রে গুহায় একটি আশ্রম স্থাপন, ধ্যান ও আধ্যাত্মকিভাবে বড়েে উঠতে নর্দিশে দনে এবং সখোনে তাঁর নরিাপত্তার জন্য শ্রীরাম একটি সংিহ, হনুমান ও তীর-ধনুক দনে। এরপর থকেইে শ্রীরামরে নর্দিশেে বষ্ণোদেবী ত্রকিুতাটে একটি গুহার মধ্যে থাকতে শুরু করনে। বষ্ণোদেবী সাধবী হসিাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করনে এবং তপস্যা চালয়িে যান।

যখন দবেী কাটরার ত্রকিুটা পাহাড়ে থাকতে শুরু করনে, তখন মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথজি, যনিি জানতনে যে বষ্ণোদেবী এবং শ্রীরামরে মধ্যে কী ঘটছেলি, তনিি তাঁর শষ্যি ভরৈবনাথকে দখোর জন্য করতে পাঠান যে তপস্বী বষ্ণোদেবী এখনও আধ্যাত্মকিতার উচ্চ স্তরে পৌঁছছেনে কনিা। তাকে দখেে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভরৈবনাথ ধীরে ধীরে উদ্দশ্যেবোধ হারয়িে ফলেনে এবং তার প্রমেে পড়নে এবং তাকে বয়িে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বরিক্ত করতে শুরু করনে। বষ্ণোদেবীকে দখেে ভরৈবনাথ তার প্রতি কামনা করে ধরতে তার পছিনে দৌড়ছেলিনে এবং বষ্ণোদেবী তার তপস্যা/ধ্যান অবচ্ছিন্নিভাবে চালয়িে যাওয়ার জন্য ত্রকিুটা পাহাড়রে পথে বভিন্নি স্থানে থমেে পালয়িে যান। স্থানগুলি এখন বঙ্গগা (তীর থকেে গঙ্গা নদী উদ্ভূত), চরণপাদুকা (পবত্রি পায়রে ছাপ), অর্ধকুনওয়ারী নামে পরচিতি।

ভরৈবনাথ যখন বষ্ণোদেবীকে ধরতে তার পছিনে দৌড়ছেলিনে। বষ্ণোদেবী কে রক্ষা করার জন্য পবনপুত্র হনুমান ছলি। হনুমান সঙ্গে ভরৈবনাথরে সংঘর্ষ হয় কন্তিু ভরৈবনাথ তার পছেনে যতেে থাকে। বষ্ণোদেবী পাহাড়রে একটি গুহার কাছে পৌঁছে ভরৈবনাথকে ফরিে যতেে বলনে কন্তিু ভরৈবনাথ ফরিে যতেে রাজি নয়। তখন বষ্ণোদেবী গুহার কাছে হনুমানকে ডকেে বলনে যে, আমি এই গুহায় নয় মাস তপস্যা করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ভরৈবনাথকে গুহায় প্রবশে করতে দবেনে না। এরপর বষ্ণোদেবী গুহায় প্রবশে করে তনিি ৯ মাস ধরে গুহায় ধ্যান করছেলিনে ঠকি যভোবে একটি শশিু তার মায়রে গর্ভে ৯ মাস থাকে। হনুমান মায়রে আদশে পালন করনে। ভরৈবনাথকে এই গুহার বাইরে রাখা হয়ছেলি। এই পবত্রি গুহাটইি 'অর্ধ কুনওয়ারি' নামে পরচিতি।

ভরৈবনাথরে উন্মত্ততা দখেে অবশষেে ভবনে, যে গুহাটি বষ্ণোদেবীর বাড়ি হসিবেে পরচিতি সখোনে তনিি দবেী দুর্গার রূপ ধারন করে ত্রশিূল দয়িে ভরৈবনাথরে শরীর থকেে মাথা কটেে আলাদা করে সংহার করে দনে। ভরৈবনাথরে দহে গুহার প্রবশেদ্বারে ছলি, বশ্বিাস করা হয় যে এই গুহাটি ভরৈবনাথরে দহে সংরক্ষণ করে। ত্রশিূল দয়িে শরিচ্ছদেরে কারণে ভরৈবনাথরে মাথা পাহাড়রে আরও উপরে একটি জায়গায় পড়ে যখোনে ভরৈবনাথ মন্দরি নর্মিতি হয়ছে। কথতি আছে, দবেী যখন ভরৈবনাথ বধ করে তখন ভরৈবনাথ তার ভুল বুঝতে পরেছেলিনে এবং অনুতপ্ত হয়ে নজিরে ভুল স্বীকার করে ক্ষমার প্রার্থনা করে। শষে পর্যন্ত, দবেী যখন বষ্ণোদেবী রূপে ফরিে আসনে, তখন বষ্ণোদেবী তাকে শুধু ক্ষমাই করনেন, তাকে বরও দয়িে বলনে যে, আমার দর্শন ততক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ না তোমার মাথার দর্শন হয় এবং তাকে তার মন্দরি রক্ষা করতে বলনে। তাই বশ্বিাস করা হয় যে, ভরৈবনাথরে মন্দরি দর্শন ছাড়া বষ্ণোদেবীর যাত্রা অসম্পূর্ণ। অবশষেে, বষ্ণোদেবী তনিটি ছোট শলিা (পন্ডিি) আকারে উদ্ভাসতি হয়ে মাতা বষ্ণোদেবী নামে পূজতি হন এবং এখনও পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করনে। আর এই কথাও প্রচলতি আছে যে মাতা বষ্ণোদেবী কলি যুগরে সময়কে নজিরে সন্তানরে মতো রক্ষা করছেনে।

মহাভারত, যা পাণ্ডবদরে এবং কুরুক্ষত্রে যুদ্ধরে ববিরণ দয়ে, দবেী বষ্ণোদেবীর পূজার

উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পাণ্ডব এবং কৌরবদের সেনাবাহিনী সাজানো হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ের আশীর্বাদের জন্য দেবীর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর ভক্তিতে খুশি হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী রূপে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। যখন দেবী আবির্ভূত হন, তখন অর্জুন একটি স্তোত্র দিয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করেন , যেখানে একটি শ্লোক বলে যায় 'যমবুকতক চিত্যয়ষু নিত্যম সন্নিহিতালয়ে।', যার অর্থ 'আপনি যিনি সর্বদা জম্ভুতে পাহাড়ের ঢালে মন্দিরে বাস করেন' । যা সম্ভবত বর্তমান জম্মুকে বোঝায়। কথিত আছে, পাণ্ডবরাই সর্বপ্রথম কোল কান্দোলি এবং ভবনে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মাতৃদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। একটি পাহাড়ে, ত্রিকুটা পর্বতের ঠিক সংলগ্ন এবং পবিত্র গুহা উপেক্ষা করে পাঁচটি পাথরের কাঠামো রয়েছে, যা পাঁচটি পাণ্ডবের শিলা প্রতীক বলে মনে করা হয়।

পৌরাণিক কথা অনুসারে আজ থেকে প্রায় নয়শ বছর আগে কাটরার পার্শ্ববর্তী হানসালি গ্রামে পণ্ডিত শ্রীধর ছিলেন আদি শক্তির পরম ভক্ত। মা শক্তি তাঁর অনন্য ভক্তকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন । শ্রীধর। আগামীকাল পূর্ণিমা তিথিতে পাহাড়ের পাদদেশে আশেপাশের সব গ্রামের লোকদের জন্য তোমার গৃহে অন্ন প্রসাদের আয়োজন কর। এত লোকের খাবারের আয়োজন কিভাবে হবে তা ভেবে হতদরিদ্র শ্রীধর ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি জগৎ মাতার আদেশে সবাইকে নিমন্ত্রন করে এলেন।

পরেরদিন পূর্ণিমার ঊষা লগ্নে
। কে আছো গো বাড়ীতে ?
দুরে শাড়ি পড়া পরমা সুন্দরী এক কুমারীকে দেখে শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন,
। কি নাম তোমার বাছা।
। বৈষ্ণোবী। শুনেছি মা শক্তির আদেশে আপনার বাড়ীতে মহাভোজের আয়োজন হচ্ছে। ।
ভাবছি এত লোকের খাবারের আয়োজন হবে কিভাবে ?
। কেন অযথা ভাবছেন মায়ের কাজ মা’ই উঠিয়ে নেবেন।

আদিশক্তি দেবী মার স্বপ্নাদেশের পূর্ণতার শরীক হতে আশপাশের সব গ্রামের লোক নিজ নিজ ক্ষেতের চাল, ডাল, আনাজ নিয়ে এসে ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে দুরে শাড়ি পড়া মেয়েটি কুটিরের একটি ফাঁকা স্থান দেখে বসল। এদিকে যতটুকু সামগ্রী রয়েছে ততটুকু দিয়েই অতিথি আপ্যায়ণ করতে শুরু করলেন শ্রীধর। মেয়েটিও হাত লাগাল পরিবেশনে। দেখা গেল যে খাবার কম হবে বলে রাতের ঘুম উড়েছিল শ্রীধরের, সেই খাবার কম তো হলই না, বরং বেঁচে গেল। পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ তৃপ্তির মহাপ্রসাদে মেতে রইল।

অনুষ্ঠান শেষে শ্রীধর মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সেই ছোট মেয়ে ! বিস্মিত শ্রীধর বুঝলেন এ সবই মা শক্তির অলৌকিক কৃপার ফল। তিনি মা শক্তির নিরবছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। গভীর ধ্যানের মাঝে তিনি দেখলেন কেউ তাঁকে পথ দেখিয়ে একটা গুহায় নিয়ে গেছে। গুহার মধ্যে তিনটি গোলাকার পাথর যাঁর অর্ধেকটা জলের গভীরে ডোবানো। নিমেষমাত্র তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলেন। আদিশক্তির প্রকাশ ত্রিদেবীরূপে সত্বগুণে মহাসরস্বতী, রজোগুণে মহালক্ষী ও তমোগুণে মহাকালী।

কিছুদিন পরে শ্রীধরের স্বপ্নে মেয়েটি ফিরে এল। জানালেন ভক্তের ভক্তি দেখে তিনি তুষ্ট হয়ে মেয়ের রূপে শ্রীধরকে সাহায্য করে গিয়েছিলেন স্বয়ং বৈষ্ণোদেবী। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন কোন গুহার মধ্যে তাঁর মন্দির গড়বেন ভক্ত।

দেবী আদেশানুয়ায়ী গুহা খুঁজে সেখানে শ্রীধর নির্মাণ করেন বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শ্রীধর গুহায় এই মন্দিরে দেবী শক্তির অনুপম তিনটি রূপ কালী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী তিনটি পিন্ডি মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজা করা শুরু করেছিলেন এবং শ্রীধরের বংশধরেরা আজও তা করে চলেছেন। জয় মাতা দী।

.

জয় মা বৈষ্ণোদেবী

Published on: Jul, 09 2023 13:02

.

(সংগৃহীত)

Published on: Jul, 09 2023 13:02